MAR. 08 2002

যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্যপদ

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের ৮ হাজারেরও বেশি পদ শূন্য, বুধবার জাতীয় সংসদে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই তথ্য জানাইয়াছেন। ৬২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে এই সংখ্যা হয়তো খুব বেশি নয়, তবে এক একটি পদের জন্য অর্ধশতেরও বেশি প্রার্থীর আবেদন শিক্ষিত বেকারদের সমস্যার তীব্রতাই প্রকাশ করে। একটা সময় ছিল যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ম্যাট্রিক কিংবা সমমানের পরীক্ষায় পাস করিলেই শিক্ষকের চাকুরি মিলিত। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারীদের জন্যও এই নিশ্চয়তা নাই। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক বাছাইয়ের পদ্ধতি চালু হওয়ায় যোগ্যতরদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার পাশাপাশি বাজেট বরাদ্দও বাড়াইয়াছে। অবকাঠামো সুবিধার প্রসার ঘটিতেছে। প্রতিটি গ্রামে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সরকারি ঘোষণার পর বেসরকারি উদ্যোগেও বেশকিছু বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু পরবর্তী শিক্ষার জন্য ভাল ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রাথমিক শিক্ষা নেটওয়ার্ক হইতে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইতেছে কিনা সেই প্রশ্ন বারবার উঠিতেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় পৌনে ২ কোটি। শিক্ষক সংখ্যা দেড় লক্ষেরও বেশি। দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের কর্মসূচি চালু আছে বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ। ভাঙ্গাচোরা ও দুর্দশাগ্রস্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা নেহাত কম না হইলেও সামগ্রিক অবকাঠামো সুবিধাকে আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বিচারে মোটামুটি সন্তোষজনক বলিতে হইবে। স্পষ্টতই পরিসংখ্যানের মানদণ্ডে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষিত, একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য এই অর্জনও প্রশংসনীয়। ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন সূচকেও ইহার স্বীকৃতি মিলিবে। তবে সংখ্যাগত অগ্রগতির সহিত তাল মিলাইয়া চলিতেছে না গুণগত মান। সম্প্রতি এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার যে চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে, উহা রীতিমতো হতাশাজনক। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা শেষে মাত্র ১ দশমিক ৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী নির্ধারিত ন্যূনতম প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করে। মুখস্থ বিদ্যার বিষয়গুলিতে কিছুটা পারদর্শিতা দেখা গেলেও সামান্য বুদ্ধি খাটাইতে হইলেই যত গোলমাল ঘটে। এই জন্য কোমলমতি শিশুদের কোনভাবেই দোষ দেওয়া যাইবে না। বাংলাদেশের শিশুদের মেধার ঘাটতি নাই। উপযুক্ত পরিবেশে অধীত বিষয়গুলি তাহারা সহজেই রপ্ত করিয়া ফেলে। তাহাদের সৃজনী ক্ষমতার বিকাশ সাধনে শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবকাঠামো সুবিধা সম্প্রসারণে পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি গুণগত মান উন্নয়নের উপরও গুরুত্ব দিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকিলে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সহিত তাল মিলাইয়া চলিবার উপযুক্ত নূতন প্রজন্ম গড়িয়া উঠিবে না। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করিতে বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়টিও ভাবিতে হইবে।